এক্কা দোক্কা তেক্কা

রানা পাল

১

ঝুমাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম পুরীতে এসে প্রথম লেখা কবিতা সঙ্গে দিয়ে চিঠি লিখব। কবিতাও লেখা হচ্ছে না, তাই চিঠিও না। আমি চিরকালের আলসে। এখানে এসে যেন আলসেমীটা বেড়ে গেছে। ঝড়ের মত সমুদ্রের হাওয়ায় কেবল ছুটীর গন্ধ ।

প্রথম দু-দিনে মন্দির টন্দির যা দেখার দেখে নিয়েছি। দেখে নিয়েছি বলা ভুল, আমার সঙ্গীরা দেখে নিয়েছে। আমি কেবল বিছানায় গড়িয়ে কাটাচ্ছি। বয়ে এনেছি খান তিনেক শারদীয়া সংখ্যা। একটাও ছুঁইয়ে দেখা হয়নি। ঝুমাকে এতদিন দেখতে পারছি না বলে একটা মনঃ কষ্টও আছে।

অনেকটা সময় হোটেলের ঝোলানো বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে থাকি। নিস্পলক তাকিয়ে থাকি সমুদ্রের দিকে। ঢেউ গুনি। গুলিয়ে গেলে আবার প্রথম থেকে গুনি। চার দিন হ'ল পুরীতে এসেছি, এখনও একদিনও সমুদ্রে স্নান করিনি। শুধু মুগ্ধ হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের তান্ড ব দেখেছি। পলকে পলকে আমাকে বিস্মিত করে দিচ্ছে সমুদ্র । আমি এই প্রথম সমুদ্র দেখলাম।

আমার হয়ত এই আসাটাও হত না। এই দলে আমার মাতৃদেব আছেন। তার ল্যাং বোট হয়ে আমার আসা। একটু বাধো বাধো নিজেদের কাছে। কারন এই বেড়াতে আসাটা পুরোটাই অন্যের দয়ার ওপর। বলি কাকু, আসলে বাবার বন্ধু । ছোট বেলা থেকেই অবশ্য দেখে আসছি বিনয় কাকু কে। আমাদের পারিবারিক বন্ধুই বলা যায়। দুই পরিবারের মধ্যেও মেলামেশা আছে। তবে আমাদের সামাজিক অবস্থান কখনই এক ছিল না। এখন তো আবার অন্য এক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

বাবা সাধারণ একটা বেসরকারী কোম্পানীতে কাজ করতেন। আমাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল কোনদিনই ছিলনা। তবে শান্তি ছিল। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরলে কি যে একটা ভালো লাগা শরীর মন ছুঁইয়ে যেত। বাবা চলে যাবার পর এখন সেই ভালো লাগাটা যেন আর তেমন করে অনুভব করতে পারি না। বাবা হঠাৎ চলে গেল। কেউ কিছু জানতেই পারল না। রাতের ঘুম আর ভাঙল না। আমি দেখেছি বাবার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া ঠোঁট। কাউকে বলিনি। মাকে তো নয়ই। জানলে কষ্ট বাড়বে। পাশে শুয়ে থাকাটা লোকটা নিঃশব্দে চলে গেল।

বাবা ওরকমই ছিল। নিজের অসুবিধের কথা কখনও কাউকে বলত না। নিজেই সামলে নেবার চেষ্টা করত। চলে যাবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছে বোধহয়। ডাকেনি মাকে। ডাকেনি আমায়। রাত দুপুরে আমাদের বিব্রত করতে চায়নি। হয়ত বোঝেইনি চলে যাচ্ছে। হয়ত বোঝেইনি ফেলে যেতে হচ্ছে ঘুঁণে ধরা বুক সেল্ফ ভরা তার সাধের কবিতার বইগুলো। বাবা ভীষণ ভালোবাসত কবিতা। আমাকেও কবিতা ভালোবাসতে শিখিয়েছে। আমার রক্তে কবিতা বাবাই ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

আমার বি কম ফাইন্যাল আর তিন-মাস পরেই। কলেজের ক্লাস তো আর করা হচ্ছে না। বিনয় কাকুর ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় সুপারভাইজারের কাজটা করছি। বিনয় কাকুর-ই বদান্যতায়। সংসারটা না হলে থমকে দাঁড়াতো। ছোট অফিসের যা হয়। বাবার পাওনা টাকা পয়সা কবে পাওয়া যাবে জানি না।

বাবা চলে গেছে ছ মাস হয়ে গেছে। এখনও অভ্যেস হয়নি। এখনও মনে হয় পাশের ঘরে বাবা আছে। কোন কিছু আলোচনা করে নিই। আমার এবং মায়ের এই পুরীতে আসা বিনয় কাকু আর মুক্তা কাকীমার ভালোবাসাতেই

সম্ভব হয়েছে। ওঁনাদের আসবার প্ল্যান আগে থেকেই ছিল। বাবা চলে যাবার পর মা তো খুব একা হয়ে গেছে। তাই মুক্তা কাকীমাই কথাটা তোলে। মা-র হয়ত সবার সাথে কটা দিন অন্য কোথাও কাটালে ভালো লাগবে। আর মায়ের সঙ্গে আমি, ল্যাং বোট। তবে এখানে এসে মা-র ল্যাং বোট হয়েছে বাপ্পা । বিনয় কাকুদের ছেলে। সাউথ পয়েন্ট ক্লাস নাইন। ভালো ক্রিকেট খেলে।

আমার বেড়ানো খুব একটা হয়নি। আমাদের তো সে অবস্থা ছিল না যে কথায় কথায় দেশ বেড়াবো। বাবা একবার শান্তিনিকেতন নিয়ে গিয়েছিল। তখন আমি স্কুলে পড়ি। আর কলেজে এসে একবার এক্সারসানে ফলতা গিয়েছিলাম। যেখানে ঝুমার সাথে আমার প্রথম আলাপ। দিগন্ত বিস্তৃত নদীর বুকে পাল তোলা নৌকো। ঠিক

পড়ার বইয়ের ছবিতে যেমন দেখেছি। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেই প্রেক্ষাপটে ঝুমা এসে আবির্ভূত হল। আমার বুকের গভীরে খোদিত হয়ে গেল সে। প্রকৃতি আমায় বেশ কাতর করে দেয়। এই এখন যেমন আমি সমুদ্রের রূপ ছেড়ে নড়তেই পারছি না।

(চলবে)